যায়যায়দিন

তারিখ 2-8 NOV 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

প্রস্তুতি ছাড়াই ইডেন কলেজে বাড়ানো হচ্ছে আসন সংখ্যা

নাজমুন নাহার

প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সংস্কার, লোকবল ও পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ ছাড়াই ইডেন কলেজের কলা, সামাজিক বিজ্ঞান ও বাণিজ্য অনুষদের বিভাগগুলোতে আসন সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। অনুষদ তিনটির অধীনে থাকা ১৪টি বিভাগের প্রায় প্রতিটিতেই শিক্ষক স্বল্পতা ও ক্লাসরুম সঙ্কট রয়েছে। এরপরও বিভাগগুলোতে প্রতি বছর আসন সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য অনুসারে নির্মাণাধীন একাডেমিক ভবনের কাজ শেষ হলে তাদের পক্ষে ক্লাসরুম সঙ্কট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে। কিন্তু পর্যাপ্ত অনুদান না পাওয়াসহ নানান সঙ্কটের কারণে ১৯৯৮ ও ২০০৫ সালে শুরু হওয়া দুটি একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ এখনো শেষ না হওয়ায় কবে ক্লাসরুম ও শিক্ষক সঙ্কট কাটবে তা জানেন না কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। ১৯৮৪ সালে চালু হওয়া বাণিজ্য অনুষদের বর্তমান শিক্ষার্থী (অনার্স) সংখ্যা ৩২০০ ও পাসকোর্স (বিকম, এমকম) ২২০০ জন। অনুষদভুক্ত হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ দুটির শিক্ষক সংখ্যা ছয় ও সাতজন এবং ক্লাসরুম মাত্র একটি। ২০০৪-০৫ শিক্ষা বর্ষ থেকে এ বিভাগ দুটির অধীনে চালু হওয়া মার্কেটিং ও ফিনান্স বিভাগে আসন সংখ্যা ১০০ নির্ধারণ করা হলেও নেই কোনো নিজস্ব বিভাগীয় শিক্ষক কিংবা ক্লাসরুম। ২০০৫-০৬ থেকে হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের আসন সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করে ২০০৬-০৭ শিক্ষা বর্ষে ২৫০ থেকে ৩০০-তে উন্নীত করা হয়। কিন্তু ক্লাসরুম বা শিক্ষক সংখ্যা কোনোটিই বৃদ্ধি করা হয়নি। সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী রুমানা জানান, ক্লাসরুম সঙ্কট, শিক্ষকদের ব্যস্ততা ইত্যাদি কারণে মেজর সাবজেক্টের ক্লাস ছয় মাসে হয়েছে মাত্র পাচটি। অন্যান্য বিভাগ সম্পর্কে প্রায় একই ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেছে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ব্যবস্থাপনা বিভাগের এক শিক্ষক জানান, অবকাঠামোগত অসুবিধা, শিক্ষক স্বল্পতা এসব ছাড়াও শিক্ষার্থীদের ভর্তি, পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন, ফরম পূরণ, সব অফিশিয়াল কাজ শিক্ষকদেরই করতে হয়। এসব কারণে পর্যাপ্ত সংখ্যক ক্লাস নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এতো প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও প্রতি বছর বিভাগগুলোতে ৩০ থেকে ৫০টি আসন বৃদ্ধি করা হচ্ছে, যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানকে নিম্নমুখী করছে।

এ ব্যাপারে ইডেন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল প্রফেসর ড. হামিদা বানু জানান, শিক্ষার্থীদের কাছে যেসব বিষয়ের চাহিদা আছে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর আসন সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ক্লাসরুম ও শিক্ষক সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।